প্রথম আলো

তারিখ ... 14 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৮

বন্ধ মাদ্রাসায় 'বিশ্ববিদ্যালয়'

মামুনুর রশিদ, বাগমারা (রাজশাহী) ●

চার বছর ধরে বন্ধ থাকা রাজশাহীর বাগমারার একটি এবতেদায়ি মাদ্রাসায় রাতারাতি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এ নাম ব্যবহার করে বিভিন্ন দপ্তরে চিঠিপত্র পাঠানো হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির উপাচার্য (ভিসি) দাবিদার রফিকুল ইসলাম রাষ্ট্রপতিকে আচার্য করে একটি অ্যাডহক কমিটি গঠন করেছেন।

রাষ্ট্রপতিকে ওই প্রতিষ্ঠানের আচার্য হিসেবে উল্লেখ করে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এ প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেননি। প্রতারণার মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে টাকা হাতিয়ে নেওয়াই এর উদ্দেশ্য বলে অভিযোগ রয়েছে।

স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপজেলার হামিরকুৎসা ইউনিয়নের অর্জুনপাড়ায় ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি এবতেদায়ি মাদ্রাসাকে দাখিল পর্যায়ে উন্নীত করার ঘোষণা দিয়ে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া হয়। এ সময় নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে অনুদানের নামে মোটা অঙ্কের টাকা নেওয়া হয়। ২০০৭ সাল পর্যন্ত চলার পর প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ২০১১ সালের নভেম্বরের মাঝামাঝি সময় রাষ্ট্রপতি অর্জুনপাড়া মাদ্রাসাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় করেছেন বলে এলাকায় প্রচার চালান মাওলানা রফিকুল ইসলাম। তিনি একই বছরের ১৪ নভেম্বর প্রতিষ্ঠানের নামে প্যাড ছাপিয়ে নিজেকে ভিসি পরিচয় দিয়ে পাঁচ সদস্যের একটি অ্যাডহক কমিটির অনুমোদনের জন্য রাজশাহী জেলা প্রশাসক বরাবর আবেদন করেন। ১৮ ডিসেম্বর জেলা প্রশাসককে দেওয়া আরেকটি চিঠিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যাংক হিসাব খোলার আবেদন করেন তিনি। ওই তারিখে রাজশাহী জেলা প্রশাসকের গোপনীয় শাখা চিঠিটি গ্রহণ করে। চিঠিতে প্রতিষ্ঠানটির কোড নম্বর, একাডেমিক স্বীকৃতি ও এমপিওভুক্ত হওয়ার কথা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়।

তবে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবদুর রাজ্জাক *প্রথম আলোকে* জানান, অর্জুনপাড়ায় এবতেদায়ি মাদ্রাসা রয়েছে বলে তিনি শুনেছেন। প্রতিষ্ঠানটির এমপিওভুক্ত হওয়া এবং সেখানে কোনো ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থাকার খবরটি হাস্যকর বলে তিনি মন্তব্য করেন। এরপর ব্যাংক হিসাব খোলার অনুমতি চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবু ইউসুফ মো. রেজাউর রহমানকে প্রতিষ্ঠানের প্যাড ব্যবহার করে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ইউএনও চিঠি পাওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন।

এমএলএসএস পদে নিয়োগ দিয়ে ৭৫ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন কথিত ভিসি রফিকুল ইসলাম

মোবারক হোসেন
চাকরির জন্য টাকা দিয়ে প্রতারিত

সম্প্রতি রফিকুল ইসলাম পরিত্যক্ত ওই প্রতিষ্ঠানের সামনে অর্জুনপাড়া মদিনাতুল উলুম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে একটি নতুন সাইনবোর্ড টাঙিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামে অনুমোদন দেওয়ায় রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানকে অভিনন্দন জানিয়ে গত বছরের ১৯ ডিসেম্বর রাজশাহীর স্থানীয় দৈনিক *নতুন প্রভাত* পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন। ওই এলাকার বাসিন্দা আবদুস সাত্তার জানান, প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে। হঠাৎ সাইনবোর্ড দেখে তাঁরা অবাক হয়েছেন।

৯ জানুয়ারি সরেজমিনে দেখা গেছে, বিলের ধারে ঝোপজঙ্গলের পাশে মাদ্রাসা ভবনটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এর সামনে অর্জুনপাড়া মদিনাতুল উলুম ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড টাঙানো হয়েছে। ভবনের এক পাশের কক্ষে একটি আধা ভাঙা চালা থাকলেও অন্য কক্ষে কোনো চালা নেই। প্রতিষ্ঠানের সামনে গরু বেঁধে রাখা হয়েছে। স্থানীয় লোকজন জানান, অনেক দিন ধরে প্রতিষ্ঠানে কোনো লেখাপড়া হয় না বা কেউ আসে না। কথিত ভিসি রফিকুল ইসলাম এর সত্যতা স্বীকার করেন।

স্থানীয় হামিরকুৎসা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ জানান, তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তবে চারদলীয় জোট সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠানটিকে এবতেদায়ি থেকে দাখিল করার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানে দাখিল পর্যায়ে নিয়োগ পাওয়া সহকারী মাওলানা আসকাবুল হক ওরফে ইব্রাহিম জানান, তিনিসহ আরও ৩৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দাখিল, আলিম ও ফাজিল পর্যায়ে বিভিন্ন সময়ে তাঁদের নিয়োগ দেওয়া হয়। তাঁর কাছ থেকে ৯৫ হাজার টাকা অনুদান হিসেবে নেওয়া হয়েছে; পরবর্তী সময়ে আরও টাকা চাওয়া হয়েছিল। পরে তিনি প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে তিনিসহ অন্যরা এখান থেকে সটকে পড়েছেন। অফিস সহকারী পদে নিয়োগ পাওয়া রহিদুল ইসলামসহ অন্যরাও একই কথা বলেন। গ্রামের মোবারক হোসেন জানান, তাঁকে এমএলএসএস পদে ভুয়া নিয়োগ দিয়ে ৭৫ হাজার টাকা নিয়েছেন রফিকুল ইসলাম। প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ ভালো হবে না বুঝতে পেরে তাঁরা স্কুল ছেড়েছেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, মাওলানা রফিকুল ইসলাম প্রতারণা করে অর্থ হাতিয়ে নিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছেন।

এসব বিষয়ে রফিকুল ইসলাম কিছু বলতে চাননি। তিনি দাবি করেন, মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা করেছেন। তবে এ-সংক্রান্ত কোনো চিঠি তিনি দেখাতে পারেননি। তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি স্বয়ং অনুমতি দিয়েছেন, তাই কোনো চিঠির প্রয়োজন নেই।' অল্প দিনের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেবেন বলে জানান।

এ ধরনের প্রতারণার পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি না, জানতে চাইলে ইউএনও কোনো মন্তব্য করতে চাননি। পরে ইউএনও এ প্রতিবেদকের সামনে রফিকুল ইসলামকে চিঠি দেওয়ার জন্য অফিস সহকারীকে নির্দেশ দেন।